بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১১ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আহযাবের যুদ্ধপরবর্তী ঘটনাবলি এবং বনু কুরায়যার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, সম্প্রতি আহযাবের যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে, ধূলিঝড়ের কারণে কাফিরদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের পর মহানবী (সা.) বলেন, **اَلْآنَ نَغْزُوْهُمْ وَلَا يَغْزُوْنَنَا অর্থাৎ "ভবিষ্যতে আমরা কুরাইশের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করবো, কিন্তু তারা আমাদের বিরুদ্ধে বের হওয়ার সাহস পাবে না"** আর এরপর এমনটিই ঘটেছে। পরেরদিন সকালে পরিখার ওপারে শত্রুদলের কাউকে দেখতে না পেয়ে মহানবী (সা.) সবাইকে স্ব স্ব বাড়িতে চলে যেতে বলেন; সবাই প্রফুল্লচিত্তে বাড়িতে ফিরে যান। বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী এ অবরোধকাল ছিল ১৫ বা ২০ দিন কিংবা এক মাস। এ যুদ্ধে নয়জন সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। তাদের মাঝে **অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)ও ছিলেন** যিনি যুদ্ধের সময় আহত হন এবং পরবর্তীতে শাহাদত বরণ করেন। এছাড়া আরও দুজন সাহাবীকে মহানবী (সা.) যুদ্ধের আগে কাফিরদের গতিবিধি সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন যেখানে শত্রুরা তাদেরকে দেখে আক্রমণ করে আর এভাবে তারা উভয়ে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে লিখেছেন, প্রায় বিশ দিন অবরোধের পর কাফিররা মদীনা থেকে ফিরে যায়, বনু কুরায়যাও তাদের দুর্গে ফেরত আসে। এ যুদ্ধে কাফিররা এত বড়ো ধাক্কা খায় যে, এরপর কখনো তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধাভিযানে বের হওয়া কিংবা মদীনায় আক্রমণ করার সাহস পায় নি আর এভাবে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। আহযাবের যুদ্ধ অত্যন্ত ভয়ংকর যুদ্ধ ছিল। এর চেয়ে বিপজ্জনক পরিস্থিতি মহানবী (সা.)-এর জীবনে পূর্বেও কখনো সৃষ্টি হয় নি আর পরবর্তীতেও কখনো এরূপ অবস্থার সম্মুখিন হতে হয় নি। আরবের সমস্ত প্রসিদ্ধ গোত্র ইসলামের শত্রুতার নেশায় মত্ত হয়ে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য মদীনায় একত্রিত হয়েছিল এবং এটি সুনিশ্চিত যে, যদি সেই সময় এই হিংস্র পশুরা মদীনায় প্রবেশের সুযোগ পেতো তবে একজন মুসলমানও জীবিত থাকতো না এবং মুসলমান কোনো পবিত্র নারীর সম্মান তাদের নোংরা আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকতো না। কিন্তু এটি কেবল আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহ ও তাঁর কুদরতের অদৃশ্য শক্তিই ছিল যার ফলশ্রুতিতে এই পঙ্গপালকে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফেরত যেতে হয়েছে এবং মুসলমানরা কৃতজ্ঞচিত্তে শান্তি ও নিরাপত্তার নিঃশ্বাস ফেলে নিজেদের বাড়িঘরে ফেরত আসে। কিন্তু বনু কুরায়যার পক্ষ থেকে তখনও বিপদের আশঙ্কা বিরাজ করছিল। এ কারণে তাদের পক্ষ থেকে সৃষ্ট ফিতনার মূলোৎপাটন করা আবশ্যক ছিল, কেননা মদীনায় তাদের অস্তিত্ব মুসলমানদের জন্য ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে বনু কুরায়যার বিরুদ্ধেও যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল যাকে বনু কুরায়যার যুদ্ধ বলা হয়। এটি ৫ম হিজরীর জিলকদ মোতাবেক ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে অস্ত্র রেখে দেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি এসে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন? আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অস্ত্র নামিয়ে রাখি নি। আমরা আহযাবের যুদ্ধ থেকে ফেরত এসে হামরাউল আসাদে গিয়েছিলাম এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পরাজিত করেছেন। এভাবে তিনি বনু কুরায়যার প্রতি ইঙ্গিত করেন। হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.)-কে বলেন, ইনি তো হযরত দাহিয়া ক্বালবী (রা.)। তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, ইনি হলেন হযরত জীব্রাঈল। অতঃপর মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে তৎক্ষণাৎ বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার ঘোষণা দেন এবং সেখানে গিয়ে আসরের নামায পড়ার নির্দেশ দেন। সাহাবীরাও ঘোষণা শোনার সাথে সাথে যাত্রা করেন। তাদের একদল পথিমধ্যে নামায পড়েছিলেন এবং আরেক দল বনু কুরায়যায় পৌঁছে নামায পড়েন। মহানবী (সা.) তাদের কোনো দলকেই কিছু বলেন নি।

মহানবী (সা.) মদীনায় উম্মে মাকতুম (রা.)-কে ইমাম নিযুক্ত করে বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মুসলামাদেরকে তিনি (সা.) কালো রংয়ের একটি পতাকা প্রদান করেন এবং হযরত আলী (রা.)-র নেতৃত্বে একটি দল অগ্রে প্রেরণ করেন। এরপর নিজেও তাদের পেছনে পেছনে অগ্রসর হতে থাকেন। এ সংবাদ পেয়ে বনু কুরায়যা নিজেদেরকে দুর্গে অবরুদ্ধ করে ফেলে। হযরত আলী (রা.) দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছার পর তারা ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে মহানবী (সা.) ও উম্মাহাতুল মু'মিনীনকে অত্যন্ত নোংরা ভাষায় গালমন্দ করে। যাহোক, মহানবী (সা.) রাতে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেন। পরদিন থেকে তিনি সকাল সন্ধ্যা বাহির হতে তির ও পাথর নিক্ষেপ করতে থাকেন। এভাবে কয়েকদিন অনবরত তির নিক্ষেপের ফলে বনু কুরায়যা বুঝতে পারে যে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই তারা সংলাপে বসতে চায় এবং কিছু শর্ত দিয়ে দেশান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব প্রদান করে, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বলেন। তবে তারা তা মানতে অস্বীকার করে।

অতঃপর তাদের নেতা **কা'ব বিন আসাদ** তাদের কাছে তিনটি প্রস্তাব পেশ করে। সে বলে, হয় আমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনে মুসলমান হয়ে যাই, কেননা তাঁর সত্যতা এখন সুস্পষ্ট, তাহলে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিংবা আমরা নিজেদের স্ত্রী-সন্তানকে হত্যা করে উত্তরাধিকারীদের চিন্তা বাদ দিয়ে তরবারি হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়ি। নতুবা আজ সাবাতের রাত, তারা আমাদের ব্যাপারে আজ নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করবে, তাই এ সুযোগে আমরা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করি; হয়তো এভাবে আমরা জয় লাভ করবো। বনু কুরায়যা তার সিদ্ধান্ত মানতেও অস্বীকার করে।

কা'ব এর পর আরেক ইহুদী আমর বিন সাউদা বলে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করেছো, কমপক্ষে ইহুদীদের নীতিতে অটল থাকো আর তাদেরকে জিযিয়া (বা যুদ্ধকর) প্রদান করো, কিন্তু তারা তার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে। এরপর সেই ব্যক্তি তাদের দুর্গ থেকে বের হয়ে মহানবী (সা.)-এর অনুমতিক্রমে দূরে কোথাও চলে যায়। তিনি (সা.) তাকে বলেন, **তুমি এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'লা তার বিশ্বস্ততার জন্য মুক্তি দিয়েছেন**। মহানবী (সা.)-এর এ কথা শুনে সেই রাতে আরো তিনজন দুর্গের বাইরে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, পরিবার-পরিজন ও কর্মের সুরক্ষা করেন।

বনু কুরায়যার সাথে সংলাপের জন্য মহানবী (সা.) হযরত আবু লুবাবা (রা.)-কে তাদের দুর্গে প্রেরণ করেন। তার দুর্গে প্রবেশের সাথে সাথে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে সেখানকার নারী ও শিশুরা কাঁদতে আরম্ভ করে। এতে আবু লুববা (রা.)-র হৃদয় নরম হয়ে যায়। এরপর তারা বলে, মহানবী (সা.) স্বীয় সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কোনো বিষয় মানতে প্রস্তুত নন। তাই আপনার কি মনে হয়, আমরা কি তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নেব? আবু লুবাবা (রা.) বলেন, তাই করো। এরপর তিনি নিজ হাত দ্বারা গলা কাটার ইশারা দিয়ে বুঝান যে, নতুবা মহানবী (সা.) তোমাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিবেন। অথচ মহানবী (সা.) এরূপ কোনো কথা বলেন নি। পরবর্তীতে আবু লুবাবা (রা.) নিজে এ অপরাধ স্বীকার করে বলেন, খোদার কসম! আমি অনুভব করেছি, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। তাই আমি লজ্জিত হয়ে ইন্না লিল্লাহ পাঠ করি এবং ফেরত এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে না গিয়ে সরাসরি মসজিদে গিয়ে নিজেকে শাস্তিস্বরূপ একটি স্তম্ভের সাথে বেঁধে ফেলি এবং বলি, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে উঠবো না যতক্ষণ না আমার মৃত্যু হয় অথবা আল্লাহ্ তা'লা আমার এ অপরাধের তওবা কবুল করেন।

মহানবী (সা.) বলেন, সে আমার কাছে আসলে আমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। যাহোক, তিনি এভাবে ছয় রাত নিজেকে বেঁধে রাখেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার সম্পর্কে ক্ষমার আয়াত অবতীর্ণ করেন। হযরত উম্মে সালমা (রা.) আবু লুবাবা (রা.)-কে এ সুসংবাদ প্রদান করেন, কিন্তু তার একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল, মহানবী (সা.) স্বয়ং যেন তার বাঁধন খুলে দেন। অতঃপর মহানবী (সা.) ফজরের নামাযের সময় স্বহস্তে তার বাঁধন খুলে দেন। আবু লুবাবা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার তওবা হলো, আমি আমার সেই ঘরবাড়ি পরিত্যাগ করবো যেখানে আমি অপরাধ করেছি আর আমার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের চরণে উৎসর্গ করে দিব। তিনি (সা.) বলেন, তোমার জন্য এক তৃতীয়াংশ দান করাই করাই যথেষ্ট। হুযূর (আই.) বলেন, এ বিবরণের ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া ও সুদানের নিপীড়িত ও নির্যাতিত আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান করেন এবং তাদেরকেও নিজেদের জন্য দোয়া করতে বলেন। এছাড়া বিশ্বের পরাশক্তিগুলোর নিপীড়নমূলক হাত থেকে সুরক্ষার জন্য মুসলমানদের খোদার সন্তুষ্টি অনুযায়ী নিজেদের কর্মপালন এবং ভ্রাতৃত্ববোধের উন্নত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের বাসনা ব্যক্ত করেন। অতঃপর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও এবং সমস্ত মুসলমানদেরকে সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)